Acc. No. 96 **Shelf No.** A 1 5 L 2

Title
SubTitle Śrī Harināma

Role Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler | Lecture ✓

Bhaktivinoda Thakura

Edition 4th

Publisher Gaudiya Math

Place Kalikata **Year** 1935 **Ind.Yr.** Cai 449

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

Glory of Harinama

P.T.O. ➡

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিনাম

(হরিনামের মাহাত্ম্য ও ব্যবহার)

৩৯৮ শ্রীচৈতন্যাব্দে

কলিকাতা-হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায়

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-

প্রদত্ত ভাষণ

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রিকর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ,
কর্ত্তৃক ৪৪৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

নিবেদন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম, বত্রিশ অক্ষর—এই তন্ত্র ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৪শ পং

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যোড়াসাঁকো কলিকাতা শ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে এই নিবন্ধ কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতাটী বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে প্রথমে মুদ্রিত হয়। পরে শ্রীনামহট্ট-প্রচার-কালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্ববৈষ্ণবকল্পাটবীর গ্রন্থ-বিশেষ বলিয়া প্রকাশিত হয়। ৪৪৭ গৌরাব্দে ইহার ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এক্ষণে ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমতে চৈতন্যদেবায় নমঃ

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা-ব্যতীত এই দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরমচৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ড্যজনের কারাবাস। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া-সংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য-ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ়-রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন-প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐসমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই-সমুদয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, সামর্থ্য, রোগশান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ,— ইহারাই প্রধান ফল। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক্ করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য—যাহা কর্ম্মদ্বারা জীব লাভ করে, সেই-সমুদয় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল ফল-দ্বারা মায়াবন্ধের বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনাযোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিও নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা ভাগবতে,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্ম্মের বিভাগ-দ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ হইবে; তাহা হইলে হরিকথা-আলোচনার অনেক অবকাশ-লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যটি কেবল পরিশ্রম-মাত্র। কর্ম্ম-দ্বারা নিশ্চয়রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল—আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে,—'আমি জড় নই, চিদ্বস্তু।' এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ "নৈষ্কর্ম্ম্য"-নামে অভিহিত হয়; যেহেতু চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এই অবস্থার ব্যক্তি আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপা চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।"

—নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল, তবে কি হয়? অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

পরমচৈতন্য হরিতে এমত একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, তাহা

সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্য-স্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সাধনাঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়; কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা; যথা একাদশে—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব, কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না; কিন্তু তীব্রভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি-ব্যতীত আর কিছুই নাই। সাধনভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারিটি বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মুল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিকালে হরিনাম-ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। 'কলিকাল' শব্দ-দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকালেই হরিনাম-ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালের অন্যমন্ত্রাদি-সাধন দুরূহ হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তমিত্যর্থঃ।" শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব অর্থাৎ 'নামি'রূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও 'নাম'রূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তিপ্রকাশ-মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির 'দর্শন'-প্রভাব-দ্বারা কৃষ্ণ-রূপ প্রকাশিত হয় এবং 'আহ্বয়'-প্রভাব-দ্বারা কৃষ্ণনাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণনাম—চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্যরসবিগ্রহ-স্বরূপ। শ্রীনাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে বিভক্তি-যোগ-দ্বারা "কৃষ্ণায়", "নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদির নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিৎ-তত্ত্বে সহসা উদিত হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল-চৈতন্যরস-মাত্র। নাম সর্ব্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্য-মুক্ত; কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সমর্থ। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, 'সর্ব্বদাই আমরা যে-নাম উচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে; এইস্থলে নামকে জড়জাত বস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না'। এই বহির্ম্মুখ তর্কের নিরাসকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন। তবে যে, নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ, তত্তদুপযোগি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্ত যে-সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আনন্দ-দ্বারা হাস্য, স্নেহ-দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি-দ্বারা নৃত্য যেরূপ প্রাকৃত রসে—ইন্দ্রিয়-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত-রসে জিহ্বা-পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম-রসের ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধনকালে যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়, তাহাকে নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবের ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অনেক স্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামিলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরসবিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত-নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিকবিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত (সাত্ত্বিকবিকারযুক্ত) হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং রোমাঞ্চ হইবে। যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন তাঁহারহৃদয় অপরাধ-দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কত প্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

হরিনাম-সম্বন্ধে দশপ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, যথা—(১) সাধুনিন্দা, (২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্রভগবদ্‌বুদ্ধি, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) সচ্ছাস্ত্র-নিন্দা, (৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরীকরণ, (৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন, (৭) নামবলে পাপাচরণ, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান, (৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ, (১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস।

সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নাম আশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা তাঁহাদের নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা একটি হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। ভগবান্ বিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণকে ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মানন করিলে আর ভেদ-জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একটি পৃথক্ দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব, উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনি আচার্য্যরূপী ভগবান্। তাঁহাকে দৃঢ় ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন-কার্য্যটি অবশ্য-পরিত্যাজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে

হরিনামাপরাধ হয়। বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

এবংবিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে? অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নামের প্রশংসা মাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী ; তাঁহাদের হরিনামে (?) ফলোদয় হয় না। অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ (অর্থবাদ) বিশ্বাস করেন না।

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্ণামানুকীর্ত্তনম্॥"

নির্ব্বিদ্যমান, অকুতোভয়ের অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে,—এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামে ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম—চৈতন্য-রসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সে-স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের শ্রীনাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষরস্বরূপ-জ্ঞানে যাঁহারা

কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনাম আশ্রয় করিয়া মনে করেন যে 'আমরা সমস্ত পাপব্যাধির একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি'। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপ আচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐসমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐসকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নাম আশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্তি করেন না। তাঁহার দ্বারা পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, 'যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দানাদি ধর্ম্ম, তীর্থ-যাত্রাদি চেষ্টাসকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ।' যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। নাম সর্ব্বদাই চিদ্রস-স্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়; অতএব উহারা নাম হইতে বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐসকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

যিনি অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম উপদেশ করেন, তিনি নামাপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমন কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননই হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাঁহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাঁহাদিগকে নাম উপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নাম উপদেশ করিবে। যে-সকল লোক আপনাদিগকে গুরু অভিমান করত অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাঁহারা নামাপরাধ-ক্রমে অধঃপতিত হন। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাঁহাতে

ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়স্বরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশপ্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না. বর্জ্জনমাত্রই নামাভাস হইয়া থাকে। নামাভাসে পাপক্ষয় হয়, পাপক্ষয় হইলে শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা হইলে যথার্থ নামরসের উদয় হয়। এইজন্য শাস্ত্রে নামাভাসেরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কলিজন-নিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া এবং বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকারী হন। অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোনপ্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন, হরিনামে অর্থবাদ করেন না অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞানজনিত তর্ক-দ্বারা হরি-শব্দে নির্গুণব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপ আচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস উৎপত্তি করেন না এবং নামে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতে

করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোনপ্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবংবিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হন, তখন (সেই নাম) অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিত্তফলকে ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার শান্তি করিয়া থাকেন। অতএব হে মহাত্মগণ! আপনারা অপরাধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম-ব্যতীত: জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম-ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয়গ্রহণ—কেবল তৃণধারণ-পূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বন-পূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীহরিনাম

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি'
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয়হরি-কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর যে নামের সমাদর
করি' গায় ভরিয়া বদন॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার॥
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয় জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া-পদ-আশে॥

নারদ মুনি বাজায় বীণা
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি উদিত হয়
ভকত-গীত সামে॥
অমিয়-ধারা বরিষে ঘন
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকত জন সঘনে নাচে
ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পুর আসব পশি'
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি'
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন নাচিয়া বলে,
"বোল, বোল, হরি বোল"॥
সহস্রানন পরম সুখে
'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি'
পূরালে আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা
ভকতিবিনোদ দাস॥

"অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, (তবু) নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয়-ভুঞ্জ, লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে, জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাহ জঞ্জাল॥
গৌর যে শিখাল নাম, সেই নাম গাও।
অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌরজন-সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ বলিয়া।
'হরে কৃষ্ণ' নাম বল, নাচিয়া নাচিয়া॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

—'প্রেমবিবর্ত্ত'

শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ

গ্রন্থ	মূল্য
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
ঐ (১ম—১০ম স্কন্ধ)	২৮৲
একাদশ দ্বাদশ—প্রতিখণ্ড	।৵০
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲, ৭৲
৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০
৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲, ৭৲
৫। শ্রীনবদ্বীপধামগ্রন্থমালা	৸০
৬। গীতা মূল টীকা অনুবাদ	
(ক) বলদেবটীকাসহ	২৲
(খ) চক্রবর্ত্তীটীকাসহ	২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত	॥৵০
৮। জৈবধর্ম্ম	২৲
৯। সাধনপথ	।৵০
১০। যুক্তিমল্লিকা সানুবাদ গুণসৌরভঃ	২৲
১১। গৌড়ীয়কণ্ঠহার	২৲
১২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲
১৩। সৎক্রিয়াসারদীপিকা	১।০
১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	১৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৬। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	॥০
১৭। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
(গ) তৃতীয় খণ্ড	৸০
(ঘ) চতুর্থ খণ্ড	৸০
১৮। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী (১ম খণ্ড ২য় খণ্ড)	১৸০
১৯। সাধককণ্ঠমালা	॥০
২০। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা	॥০
২১। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়	॥০
২২। শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
২৩। ভজনরহস্য	॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
২৫। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২৬। গৌড়ীয় সাহিত্য	।৵০
২৭। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
২৮। তত্ত্বমুক্তাবলী	।০
২৯। ঈশোপনিষৎ	।০
৩০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস	॥০
৩১। বৈষ্ণব-সাহিত্য-বিরহতত্ত্ব	।০
৩২। গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু	৵০
৩৩ তত্ত্ববিবেক	।০
৩৪। ভক্তি-বিবেককুসুমাঞ্জলি	১৲

৩৫। শরণাগতি, গীতাবলী, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক, সাধনকণ, সাংখ্যবাণী, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, একত্রে মোট ॥০ আনা। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত, উৎকল ও ইংরেজী ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ আছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।